অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সূচিপত্রঃ

অনুচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১।	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
২।	সংগ্রহ মূল্য, লক্ষ্যমাত্রা ও মেয়াদ	১
৩।	লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বিভাজন	১
৪।	সংগ্রহ উৎস	১
৫।	খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ	১
৬।	সংগ্রহ কেন্দ্র বা ক্রয় কেন্দ্র	১
৭।	সংগ্রহকেন্দ্রে খালি জায়গা সৃষ্টি	২
৮।	লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়	২
৯।	ধান ও গম সংগ্রহ পদ্ধতি	২
১০।	চাল সংগ্রহ পদ্ধতি	৩
১১।	চালকল নির্বাচন	৩
১২।	চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়	৪
১৩।	বস্তা ক্রয়, পরিবহন ও ব্যবহার	৪
১৪।	সরঞ্জাম ও প্রচার	৪
১৫।	চুক্তি	৪
১৬।	চালকল হতে চুক্তির চাল গ্রহণ	৫
১৭।	মূল্য পরিশোধ	৫
১৮।	আয়কর ও ভ্যাট কর্তন	৬
১৯।	সংগ্রহের হিসাব ও প্রতিবেদন	৬
২০।	সংগ্রহ তদারকি	৬
২১।	সংগৃহীত ধান ছাঁটাই	৭
২২।	ধান ও ফলিত চাল পরিবহন	৭

অনুচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
২৩।	ধান ও ফলিত চালের অনুপাত	৮
২৪।	ছাঁটাই ব্যয় (মিলিং কমিশন)	৮
২৫।	ফলিত চালের বিনির্দেশ	৮
২৬।	সময়সীমা বর্ধিতকরণ	৮
২৭।	জামানত অবমুক্তি	৮
২৮।	সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি	৮
	(ক) জাতীয় সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি	৮
	(খ) বিভাগীয় সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি	৯
	(গ) জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি	৯
	(ঘ) উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি	১০
২৯।	নিয়ন্ত্রণ কক্ষ	১০
৩০।	নীতিমালা সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন	১০
পরিশিষ্ট ক	খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ	১১
পরিশিষ্ট খ	অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের আওতায় চাল ক্রয়ের চুক্তিপত্র	১৩
পরিশিষ্ট গ	হাস্কিং মিলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়	১৭
পরিশিষ্ট ঘ	আতপ মিলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়	২১
পরিশিষ্ট ঙ	অটোমেটিক মিলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়	২৪
পরিশিষ্ট চ	সংগৃহীত ধান ছাঁটাই চুক্তিপত্র	২৫
পরিশিষ্ট ছ	ধান ছাঁটাইয়ের জন্য ব্যয়ের হার (মিলিং কমিশন)	৩০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭

২০১০ সালে প্রণীত সংগ্রহ নীতিমালা সংশোধন ও সময়োপযোগী করে এতদ্দ্বারা অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ জারি করা হল।

১। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

(ক) উৎপাদক কৃষকদের উৎসাহ মূল্য প্রদান;

(খ) খাদ্যশস্যের বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা;

(গ) খাদ্য নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা, এবং

(ঘ) সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখা।

২। সংগ্রহ মূল্য, লক্ষ্যমাত্রা ও মেয়াদ :

(ক) খাদ্যশস্যের সংগ্রহ মূল্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সংগ্রহের মেয়াদ এবং চালকল মালিকদের সাথে চুক্তিসম্পাদনের সময়সীমা প্রতি মৌসুমে আলাদাভাবে ঘোষিত হবে;

(খ) সাধারণত গম সংগ্রহ এপ্রিল হতে জুন, বোরো সংগ্রহ মে হতে আগস্ট এবং আমন সংগ্রহ ডিসেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত চলবে। তবে সরকার প্রয়োজনে সময়সীমা হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৩। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বিভাজন :

(ক) সাধারণত ধান ও গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা স্থানীয় উৎপাদন অনুযায়ী এবং চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধানের উৎপাদন ও স্থানীয় চালকলসমূহের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতার ভিত্তিতে উপজেলাভিত্তিক বিভাজ্য হবে।

(খ) আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে আতপ চাল ভোক্তা অঞ্চলকে প্রাধান্য দেয়া হবে। সংগৃহীত ধান ছাঁটাই করে প্রয়োজনে আতপ চাল করা যাবে।

৪। সংগ্রহ উৎস :

কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি সংগ্রহ মৌসুমে উৎপাদিত ধান ও গম এবং বৈধ ও সচল চালকল মালিকদের নিকট থেকে চুক্তির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মৌসুমের ধান থেকে ছাঁটাই করা চাল সংগ্রহ করা হবে।

৫। খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ :

সংগ্রহযোগ্য সিদ্ধ ও আতপ চাল এবং ধান ও গমের মান নির্দেশক বিনির্দেশ পরিশিষ্ট ক-তে বিবৃত রয়েছে।

৬। সংগ্রহ কেন্দ্র :

খাদ্য বিভাগের সকল এলএসডি ও সিএসডি সংগ্রহকেন্দ্র বা ক্রয়কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হবে। সাধারণত সংগ্রহের জন্য কোন অস্থায়ী ক্রয়কেন্দ্র খোলা যাবে না কিংবা কোন গুদাম ভাড়া করা যাবে না। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যাবে না। প্রয়োজনে ক্রয়কেন্দ্রের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে।

৭। সংগ্রহকেন্দ্রের খালি জায়গা সৃষ্টি :

(ক) খালি জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে বোরো, আমন ও গম সংগ্রহ মৌসুম শুরুর প্রাক্কালে সংগ্রহকেন্দ্রের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য স্থানান্তরের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জেলার ও বিভাগের চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রভিত্তিক অন্তঃ ও আন্তঃজেলা এবং আন্তঃবিভাগ সমন্বিত চলাচল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অবহিত করতে হবে।

(খ) সংগ্রহ অঞ্চলের কেন্দ্রগুলোতে ৩ মাসের সম্ভাব্য চাহিদার সমপরিমাণ সংরক্ষণ করে অতিরিক্ত পুরাতন খাদ্যশস্য আন্তঃবিভাগ স্থানান্তর করতে হবে। বিতরণ অঞ্চলের কোন কেন্দ্রে ৩ মাসের চাহিদার অতিরিক্ত পুরাতন খাদ্যশস্য প্রেরণ পরিহার করতে হবে। কী ধরনের (নতুন/পুরাতন) খাদ্যশস্য প্রেরণ করতে হবে সে সম্পর্কে চলাচল সূচিতে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

(গ) সংগ্রহ মৌসুমে সংগৃহীত নতুন খাদ্যশস্য অন্যত্র স্থানান্তর এবং একই সাথে বিতরণের জন্য সেখানে পুরাতন খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে।

৮। লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় :

(ক) যে উপজেলায় কোন ক্রয়কেন্দ্র নেই সে উপজেলার ধান, চাল ও গমের লক্ষ্যমাত্রা জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি পার্শ্ববর্তী উপজেলা/উপজেলাসমূহের ক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় করবে এবং যে উপজেলায় একাধিক ক্রয়কেন্দ্র রয়েছে সেখানকার ধান ও গমের লক্ষ্যমাত্রা উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি কেন্দ্রভিত্তিক বিভাজন করতে পারবে।

(খ) কোন উপজেলায় সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিকে অবহিত রেখে অন্যান্য উপজেলার ক্রয়কেন্দ্রে লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করবেন। আবার, জেলায় যে পরিমাণ ক্রয়ের সম্ভাবনা নেই অথবা আরও যে পরিমাণ ক্রয়ের সম্ভাবনা রয়েছে তা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিকে অবহিত করে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট সমর্পণ/ চাহিদা প্রদান করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে আন্তঃজেলা লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করবেন। এরূপ পরিবর্তন/সমন্বয় সর্ম্পকে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন। আন্তঃবিভাগ লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের প্রস্তাব বিবেচনা করে খাদ্য অধিদপ্তর সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সকল স্তরের সমন্বয়ের বিষয় খাদ্য অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

৯। ধান ও গম সংগ্রহ পদ্ধতি :

(ক) উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি উপজেলার ধান ও গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদন অনুযায়ী ইউনিয়নওয়ারি বিভাজন করবে; উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সরবরাহ করা মৌসুমে আবাদকৃত জমির পরিমাণ এবং সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণসহ ডাটাবেইজ হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক নির্বাচন করবে। প্রান্তিক ও মহিলা কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষক নির্বাচন করতে হবে। উপজেলা কমিটি প্রত্যেকের প্রদেয় খাদ্যশস্যের পরিমাণসহ নির্বাচিত কৃষকদের তালিকা সংশ্লিষ্ট সংগ্রহকেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম ক্রয় করা হবে। ক্রয়কারী কর্মকর্তা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত কৃষকদের সনাক্ত করবেন। তালিকা বহির্ভূত কারো নিকট হতে ধান ও গম ক্রয় করা যাবে না।

(খ) অধিক সংখ্যক কৃষককে সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা কমিটি একজন কৃষকের নিকট থেকে সর্বনিম্ন ৩(তিন) বস্তা পরিমাণ অর্থাৎ ১২০ (একশত বিশ) কেজি ধান ও ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) কেজি গম এবং সর্বোচ্চ ৩(তিন) মেঃটন পর্যন্ত ধান/গম সংগ্রহ পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে। নির্ধারিত পরিমাণ ধান/গম একজন কৃষক কিস্তিতেও বিক্রি করতে পারবেন। তবে কোন কিস্তি ৩(তিন) বস্তার কম হবে না।

(গ) উৎপাদক কৃষকদের ধান ও গমের মূল্য এ্যাকাউন্ট পেয়ি WQSC (Weight Quality Stock Certificate) এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে।

১০। চাল সংগ্রহ পদ্ধতি :

(ক) মৌসুমের শুরুতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মিলারের আবেদনসহ মিলভিত্তিক চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উপজেলার লক্ষ্যমাত্রা চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে বিভাজন করবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুততার সাথে বিভাজিত পরিমাণ চালের চুক্তিপত্র সম্পাদন করবেন।

(খ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মিলারের অনুকূলে বিভাজিত চালের সংগ্রহ মূল্যের ২% জামানত এবং ন্যূনতম ১ কিস্তি পরিমাণ চাল বস্তাবন্দীর জন্য (প্রতি বস্তায় ৩০/৫০ কেজি হারে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বস্তার সরকারি মূল্যের ১০০% জামানত বাবদ আলাদা দুটি পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করে চুক্তি সম্পাদন করবেন; চুক্তি সম্পাদনের পর মিলারের অনুকূলে চালের বরাদ্দপত্র ইস্যু করবেন। বরাদ্দপত্রে মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা, ক্রয়কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা ও ধারণ ক্ষমতা এবং সংগৃহীত খাদ্যশস্য অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরের হার ইত্যাদি বিবেচনা করে চাল সরবরাহের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিবেন এবং সংযুক্ত সংগ্রহকেন্দ্র (এলএসডি/সিএসডি) থেকে জামানত অনুযায়ী বস্তা সরবরাহের আদেশ দিবেন।

(গ) একই উপজেলায় একাধিক সংগ্রহকেন্দ্র থাকলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রওয়ারি মিল সংযুক্ত করে দিবেন এবং জেলার লক্ষ্যমাত্রার মিলভিত্তিক বিভাজন ও চুক্তির তথ্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঘ) সরকার ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে কোন মিল মালিক চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হলে তার সাথে ওই মৌসুমে আর চুক্তি করা যাবে না।

(ঙ) খাদ্য অধিদপ্তরের লাইসেন্সধারী মিলারগণ কোন মৌসুমে চুক্তি সম্পাদন না করলে কিংবা চুক্তি সম্পাদন করে চাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে তাদেরকে এক বা একাধিক সংগ্রহ মৌসুমের জন্য খাদ্য বিভাগের সংগ্রহ কার্যক্রম থেকে বারিত করা যাবে।

(চ) কোন মিল মালিক বিভাজিত চাল সরবরাহের চুক্তি না করলে, চুক্তি সম্পাদন করে চাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে বা সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হলে, সে সব মিলের নির্ধারিত পরিমাণ অ-চুক্তিকৃত বা অসরবরাহকৃত চাল জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিকে অবহিত রেখে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক যে সকল মিলার চুক্তির চাল ইতোমধ্যে সরবরাহ করেছেন, তাদের মধ্যে থেকে আগ্রহীদের অনুকূলে পুনঃবরাদ্দ করতে পারবেন এবং বরাদ্দকৃত চাল সরবরাহের নতুন আদেশ প্রদান করবেন।

(ছ) কোন মিল চুক্তিকৃত চাল পরিশোধ করে আরও চাল সরবরাহ করতে আগ্রহী হলে, একই চুক্তির আওতায় অতিরিক্ত চাল সরবরাহ করা যাবে। সংগ্রহযোগ্য চাল পুনঃ বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্বের জামানত পর্যাপ্ত না হলে অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে তা সন্নিবেশ করতে হবে।

(জ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভায় উপস্থিত সকলের অবগতির জন্য চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার মিলভিত্তিক বিভাজন ও চুক্তির তথ্য উপস্থাপন করবেন।

১১। চালকল নির্বাচন :

(ক) চাল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ এর আওতায় মিলিং লাইসেন্স ও ফুড গ্রেইন লাইসেন্সধারী প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্পন্ন সচল মিল চুক্তিযোগ্য হবে।

(খ) যে সব মিলে বয়লার ও চিমনী নেই, সে সব হাস্কিং মিলের সাথে চাল সংগ্রহের জন্য চুক্তি করা যাবে না।

(গ) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত সনদ থাকতে হবে।

(ঘ) কোন বারিত চালকল মালিকের সংগে চুক্তি করা যাবে না।

১২। চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় :

(ক) খাদ্য অধিদপ্তরের ০১-০১-২০০৩ তারিখের সপ/সংগ্রহ-বোরো-১/২০০২-২০০৩/০২(৫৭৫) নং পরিপত্র ও সংযুক্ত ফর্ম অনুযায়ী হাস্কিং মিলে সিদ্ধ চালের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা (সংযুক্ত পরিশিষ্ট-গ) এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৩০-১০-২০০৩ তারিখের খাম/(স-৭)/নিষ্পত্তি-৩/৯৪-৩৪৪ নং পরিপত্র ও সংযুক্ত ফর্ম অনুযায়ী আতপ মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা (সংযুক্ত পরিশিষ্ট-ঘ) নির্ণয় করতে হবে।

(খ) খাদ্য অধিদপ্তরের ২৬/১০/২০১০ তারিখের সপ/সংগ্রহ-৭/২০০৯/১৯৬৩(৬) নং স্মারকে গঠিত কমিটি অটোমেটিক চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা সংযুক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারণ করবে (পরিশিষ্ট-ঙ)।

(গ) অটোমেটিক মিলের বেলায় দৈনিক ১৬ ঘন্টার ছাঁটাই ক্ষমতা বিবেচনায় নিতে হবে; তবে কালার সর্টার মেশিন না থাকলে কোন মিল অটোমেটিক রাইস মিল হিসেবে বিবেচিত হবে না।

১৩। বস্তা ক্রয়, পরিবহন ও ব্যবহার :

(ক) খাদ্য অধিদপ্তর অর্থবছরের শুরুতে ধান, চাল ও গম সংগ্রহের জন্য পাটের বস্তার চাহিদা নির্ণয় করে তা ক্রয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বস্তা প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট থেকে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিচালক (সংগ্রহ/চসসা) এর অনুমতি গ্রহণ করে জেলা ও বিভাগে অভ্যন্তরীণভাবে বস্তা পরিবহন করতে পারবেন।

(গ) খালি বস্তার একপিঠে এলএসডি/সিএসডি ও জেলার নামসহ সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন) স্পষ্টভাবে লেখা স্টেনসিল দিয়ে মিলারকে বস্তা সরবরাহ করতে হবে। মিল থেকে সরাসরি গৃহীত চাল এবং ধান ছাঁটাইয়ের প্রাপ্ত ফলিত চাল, উভয় ক্ষেত্রে মিলার বস্তার অপরপিঠে নিচের দিকে মিলের নাম সম্বলিত স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে দুই ইঞ্চি) প্রদান করবেন। স্টেনসিলের ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা কোন গুদামে গ্রহণ করা যাবে না।

(ঘ) কৃষকের নিকট থেকে ধান ও গম ক্রয়ের সময় বস্তায় সংগ্রহ কেন্দ্র ও জেলার নাম এবং বছরসহ সংগ্রহ মৌসুম উল্লেখ করতে হবে।

(ঙ) মিল থেকে গৃহীত চাল বোঝাই বস্তার মুখ মেশিনে সেলাই হতে হবে।

১৪। সরঞ্জাম ও প্রচার :

প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় লোকবল পদায়নের পাশাপাশি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র ও ওজন যন্ত্র, খালিবস্তা এবং ত্রিপল মজুত রাখতে হবে। ধান, চাল ও গমের বিনির্দেশ সংগ্রহ মূল্য ও লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে মিলার ও কৃষকগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রে সর্বসাধারণের দৃশ্যমান জায়গায় ২ মিটার দের্ঘ্য ও ১.৫ মিটার প্রস্থের হলুদ বোর্ডে লাল অক্ষরে প্লাষ্টিক রং দিয়ে মৌসুমে ঘোষিত ধান, চাল ও গমের বিনির্দেশ এবং সংগ্রহ মূল্য লেখা সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। এছাড়াও অধিক ফলপ্রসূ প্রচারের জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করা যাবে।

১৫। চুক্তি :

নির্বাচিত চালকলের সাথে অনুমোদিত মডেল অনুযায়ী (পরিশিষ্ট-খ) চুক্তি সম্পাদন করে চাল ক্রয় করতে হবে।

১৬। চালকল হতে চুক্তির চাল গ্রহণ :

(ক) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মিলারদের সংখ্যা, চুক্তির পরিমাণ, ক্রয় কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা ও খালি জায়গা ইত্যাদি বিবেচনা করে মিলারদের চাল সরবরাহের সিডিউল প্রণয়ন করবেন এবং ক্রয়কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে রাখবেন। এ সিডিউল অনুযায়ী ক্রয়কেন্দ্রে চাল গৃহীত হবে।

(খ) চুক্তিবদ্ধ মিলার বাজার থেকে ঐ মৌসুমে উৎপাদিত ধান ক্রয় করে তার মিলে ছাঁটাই করে বিনির্দেশ মানের চাল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংযুক্ত সংগ্রহকেন্দ্রে সরবরাহ করবেন। মিলার কিস্তিতেও চাল জমা দিতে পারবেন। তবে শেষ কিস্তি ব্যতীত কোন কিস্তি ০৫ (পাঁচ) মেঃ টনের কম হবে না। যে সব মিল ০৫ (পাঁচ) মেঃ টন বা এর কম বরাদ্দ পাবে, তারা চাল এক দফায় সরবরাহ করবেন।

(গ) আনীত চাল দৃশ্যতঃ বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে ক্রয়কেন্দ্রের কর্মকর্তা নমুনা সংরক্ষণ করে তা ফেরত দিবেন। কোন মিলের চাল একাধিকবার বিনির্দেশ বহির্ভূত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হলে সম্পাদিত চুক্তি ও বরাদ্দ বাতিল হবে।

(ঘ) অটো ও হাস্কিং চালকল থেকে গৃহীত চাল আলাদা খামালে সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঙ) বরাদ্দ অনুযায়ী সরবরাহ করা চালের মধ্যে পরবর্তীতে কোন বস্তায় বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল পাওয়া গেলে কালো তালিকাভুক্ত করাসহ মিলারের বিরুদ্ধে অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(চ) খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্ট যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী চুক্তিবদ্ধ মিল প্রাঙ্গণে ধান থেকে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করতে পারবেন।

১৭। মূল্য পরিশোধ :

(ক) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মৌসুমের শুরুতে জেলার প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রের জন্য পারচেজিং ও পেয়িং অফিসার এবং পেয়িং ব্যাংক নিয়োগ করবেন; পারচেজিং ও পেয়িং অফিসারদের নমুনা স্বাক্ষর সত্যায়িত করে নিযুক্ত ব্যাংকে প্রেরণ করবেন। সোনালী, জনতা, অগ্রণী, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ যে কোন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক-কে পেয়িং ব্যাংক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে। মেট্রিক পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

(খ) ক্রয়কেন্দ্র অর্থাৎ এলএসডি'র ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অফিসার-ইন-চার্জ অব লোকাল সাপ্লাই ডিপো : ওসিএলএসডি) ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসএন্ডএমও (স্টোরেজ এন্ড মুভমেন্ট অফিসার) এবং সিএসডি'র (সেন্ট্রাল স্টোরেজ ডিপো) ক্ষেত্রে গুদাম ইনচার্জ (কমপক্ষে উপ-খাদ্য পরিদর্শক) পারচেজিং অফিসার/ক্রয়কারী কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন। এলএসডি'র বেলায় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক এবং সিএসডি'র বেলায় ব্যবস্থাপক/সহকারী ব্যবস্থাপক পেয়িং অফিসার/মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। যে সকল উপজেলায় নিয়মিত উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নেই এবং যে সকল উপজেলায় একাধিক ক্রয়কেন্দ্র রয়েছে, সে সকল ক্রয়কেন্দ্রে খাদ্য পরিদর্শককেও মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে।

(গ) সংগ্রহকেন্দ্র তথা এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এসএন্ডএমও এবং সিএসডি'র গুদাম ইনচার্জ ধান, গম ও চালের মান যাচাই করে বিনির্দেশের মধ্যে আছে নিশ্চিত হয়ে গ্রহণ করবেন এবং সকল রেকর্ড যথা-এলইউএ (লোডিং-আনলোডিং এ্যাডভাইস), খামাল কার্ড, গুদাম লেজার ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করার পর ক্রয়কারী কর্মকর্তা হিসেবে WQSC (Weight Quality Stock Certificate) ইস্যু করবেন এবং ২য় ও ৩য় কপি ফরওয়ার্ডিংসহ বাহকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রেরণ করবেন।

(ঘ) ক্রয়কেন্দ্রের সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বাস্তব মজুদ যাচাই ও মান পরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র দেখে পেয়িং অফিসার কেবল ১ম কপি WQSCতে লাল কালি দিয়ে লিখে মূল্য পরিশোধের আদেশ দিবেন। WQSC একাউন্ট পেয়ি হবে এবং নগদায়নের জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ কর্মদিবস উল্লেখ করতে হবে। মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা পরবর্তী কর্মদিবসে ব্যাংক স্কুলের সংগে WQSC যাচাই করবেন এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিবরণী তৈরি করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঙ) মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা মজুত যাচাই করে WQSC স্বাক্ষর করা ছাড়াও সাপ্তাহিক মজুত হিসাবের দিন (প্রতি বৃহস্পতিবার) WQSC এর সাথে সাপ্তাহিক সংগ্রহ ও মজুত যাচাই করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

১৮। আয়কর ও ভ্যাট কর্তন :

(ক) উৎসে আয়কর : কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ধান ও গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে WQSC (Weight Quality Stock Certificate) এর মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের সময় উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য নয়। চুক্তিবদ্ধ চালকল মালিকদের নিকট থেকে অভ্যন্তরীণভাবে চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন স্থগিত আছে। তবে কখনও কর্তনযোগ্য করা হলে তা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

(খ) মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট চুক্তির বিপরীতে সরবরাহ করা চালের মূল্য পরিশোধকালে ভ্যাট কর্তনযোগ্য নয়।

১৯। সংগ্রহের হিসাব ও প্রতিবেদন :

(ক) এলএসডি'র ক্ষেত্রে সংগ্রহ চলাকালে প্রতিদিন নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর ক্রয়কারী কর্মকর্তা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট দৈনিক সংগ্রহ হিসাব টেলিফোন, এসএমএস বা ই-মেইলের মাধ্যমে জানাবেন।

(খ) সিএসডি'র ক্ষেত্রে প্রতিদিন নির্ধারিত সময় শেষ হবার পর ব্যবস্থাপক/সহকারী ব্যবস্থাপক সংগ্রহ সংক্রান্ত হিসাব টেলিফোন, এসএমএস বা ই-মেইলে সরাসরি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(গ) একই দিনে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলার সকল উপজেলার সংগ্রহ হিসাব সংকলন করে ই-মেইলে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক একই দিনে বিভাগের সকল জেলার সংগ্রহ সংকলন করে ই-মেইলে খাদ্য অধিদপ্তরের এমআইএসএন্ডএম বিভাগে প্রেরণ করবেন। জাতীয় সংগ্রহ বিবরণী পরের দিন সকাল ১০ টার মধ্যে প্রকাশ করা হবে এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ে কপি প্রেরণ করা হবে।

২০। সংগ্রহ তদারকি :

(ক) সংগ্রহের সময় ক্রয়কারী, মূল্য পরিশোধকারী ও তদারকি কর্মকর্তাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই বিনির্দেশ বহির্ভূত ধান, চাল ও গম ক্রয় করা না হয়। বিনির্দেশ বহির্ভূত খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য ক্রয়কারী কর্মকর্তা এবং মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা সরাসরি দায়ী থাকবেন। বিনির্দেশ মোতাবেক সংগ্রহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ১০ (দশ) দিন এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে অন্ততঃ ৭ (সাত) দিন ক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক খাদ্য গুদাম পরিদর্শনকালে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের মান বিশেষভাবে যাচাই করবেন। কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) সংগ্রহ মৌসুম শুরুর প্রাক্কালে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি) ও খাদ্য পরিদর্শক/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক সমন্বয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মান যাচাই কমিটি গঠন করবেন। গঠিত কমিটি প্রতি মাসে সরেজমিনে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের মান যাচাই ও পরিমাণ নিশ্চিত করবেন এবং এ বিষয়ে জেলা ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংগ্রহ শুরু হবার পর থেকে প্রতি মাসে খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগে অনুরূপ প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে। কমিটি কর্তৃক মান যাচাই করে প্রতিবেদন প্রেরণ করার পর সংশ্লিষ্ট পণ্যের মান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে কমিটি দায়ী থাকবে।

২১। **সংগৃহীত ধান ছাঁটাই :**

(ক) সংগ্রহ কেন্দ্রে মৌসুমের ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে মিলারের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ধান ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে অটোমেটিক চালকল অগ্রাধিকার পাবে। কোন জেলায় চালকল না থাকলে সংগৃহীত ধান আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক পার্শ্ববর্তী জেলার চালকলের মাধ্যমে ছাঁটাই করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সর্বোচ্চ পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতার সমপরিমাণ ধানের সংগ্রহ মূল্যের ১১০% কোন তফসিলী ব্যাংকের ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে জামানত গ্রহণ করে মিলারের সাথে অনুমোদিত ধান ছাঁটাই চুক্তি সম্পাদন করবেন (পরিশিষ্ট-চ)।

(খ) ছাঁটাইয়ের জন্য সরবরাহকৃত ধানের নমুনা ক্রয়কেন্দ্রে এবং সংশ্লিষ্ট মিলে সংরক্ষণ করতে হবে। গুদাম থেকে ধান গ্রহণের সময় ধানের মান সম্পর্কে মিলার নিশ্চিত হবেন এবং ধান গ্রহণের পর এর মান নিয়ে কোন আপত্তি গ্রহণেযোগ্য হবে না।

(গ) মিলে প্রদত্ত ধান ছাঁটাইয়ের সময় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শক বা উপ-খাদ্য পরিদর্শক পরিদর্শন করবেন এবং মিলারের উপস্থিতিতে প্রতি বরাদ্দের ফলিত চালের ২টি নমুনা গ্রহণ করবেন; এর একটি নমুনা মিলে এবং অন্যটি সংশ্লিষ্ট সংগ্রহকেন্দ্রে সংরক্ষিত থাকবে। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা মিল পরিদর্শনের সময় সরবরাহকৃত ধান যথাযথভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে কি না এবং প্রস্তুতকৃত চাল দৃশ্যতঃ বিনির্দেশ সম্মত কি না সে সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

(ঘ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাদ্দকৃত ধানের ফলিত চাল ক্রয়কেন্দ্রে রক্ষিত নমুনার সংগে মিলিয়ে বিনির্দেশসম্মত হলে সে চাল গ্রহণ করবেন এবং অবশিষ্ট খালি বস্তা বুঝে নিবেন।

(ঙ) খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে সংগৃহীত ধান ছাঁটাই করে প্রয়োজনে আতপ চাল তৈরি করা যাবে।

২২। **ধান ও ফলিত চাল পরিবহন :**

সংগৃহীত ধান ছাঁটাইয়ের জন্য মিলার ক্রয়কেন্দ্র অর্থাৎ এলএসডি/সিএসডি হতে মিলে এবং মিল হতে ফলিত চাল ও বস্তা এলএসডি/সিএসডিতে নিজ ব্যবস্থাপনায় পরিবহন করবেন। উপজেলা বা জেলার মধ্যে পরিবহনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সড়ক বা নৌ পরিবহন ঠিকাদারের তফসিল এবং অন্য জেলায় পরিবহনের বেলায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয়/কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদারের (ডিআরটিসি/সিআরটিসি) তফসিল মোতাবেক মিলার প্রকৃত দূরত্বের ভাড়া প্রাপ্য হবেন। ধান ও চাল পরিবহনের ক্ষেত্রে মিলার কোন পরিবহন ঘাটতি পাবেন না।

২৩। **ধান ও ফলিত চালের অনুপাত :**

ছাঁটাইয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ধান ও ফলিত চালের অনুপাত নিম্নরূপ হবে :

(ক) আমন ধান : চাল=৬০:৪১.০৮ (ষাট অনুপাত একচল্লিশ দশমিক শূন্য আট) বা ৬৮.৪৭% ফলিত চাল;

(খ) বোরো ধান : চাল=৬০:৩৯ (ষাট অনুপাত উনচল্লিশ) বা ৬৫% ফলিত চাল।

২৪। **ছাঁটাই ব্যয় (মিলিং ব্যয়) :**

ধান ছাঁটাই করে নির্ধারিত পরিমাণ চাল এলএসডি/সিএসডিতে সরবরাহের জন্য মিলারকে সরকার নির্ধারিত হারে ছাঁটাই ব্যয় প্রদান করা হবে (পরিশিষ্ট-ছ)।

২৫। **ফলিত চালের বিনির্দেশ :**

পরিশিষ্ট 'ক' এ বর্ণিত বিনির্দেশ ফলিত চালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৬। **সময়সীমা বর্ধিতকরণ :**

বিদ্যুৎ বিভ্রাট, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, যান্ত্রিক গোলযোগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যৌক্তিক কারণে মিলারগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং ক্রয়কেন্দ্রে খালি জায়গার অভাবে মিলারের চাল গ্রহণ করতে না পারলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক যে কয়দিন উপযুক্ত মনে করবেন, সে কয়দিন সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবেন। তবে বর্ধিত সময় সংগ্রহ মেয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৭। **জামানত অবমুক্তি :**

চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ চাল সরবরাহ সম্পন্ন হলে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ মিলের হিসাব চূড়ান্ত করে সংগ্রহ/চুক্তির মেয়াদ নির্বিশেষে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জামানত ফেরৎ দিবেন। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ কোন মিল মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (অনুমোদিত বর্ধিত সময়সহ) চুক্তির চাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে জামানত বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা গৃহীত হবে। তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সালিশী আইন' ২০০১ এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন।

২৮। **সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি :**

ধান, চাল ও গম সংগ্রহ অভিযান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠিত হবে :

(ক) **জাতীয় সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি :**

১।	মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৬।	মহাপরিচালক, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট	সদস্য
৭।	যুগ্ম-সচিব/অনুবিভাগ প্রধান (সংগ্রহ ও সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটির সভাপতি প্রয়োজনে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) নীতিমালা অনুযায়ী ধান, চাল ও গম সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ; এবং

(২) সংগ্রহে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে, তা সমাধানের পরামর্শ প্রদান ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) **বিভাগীয় সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি :**

১।	বিভাগীয় কমিশনার	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৩।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য-সচিব

কমিটির সভাপতি বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অনধিক ২ (দুই) জন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) নীতিমালা অনুযায়ী ধান, চাল ও গম সুষ্ঠুভাবে সংগৃহীত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ; এবং

(২) সংগ্রহে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে, তা সমাধানের পরামর্শ প্রদান ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) **জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি :**

১।	জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ	উপদেষ্টা
২।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
৩।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪-৫।	জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ২ (দুই) জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬।	জেলা চালকল মালিক সমিতির সভাপতি (যদি থাকে)	সদস্য
৭।	কৃষক প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৮।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য-সচিব

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা মনোনয়নের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) নীতিমালা অনুযায়ী ধান, চাল ও গম সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ নিশ্চিত করা এবং সংগ্রহ সংক্রান্ত কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা সমাধান করা; কমিটির সিদ্ধান্ত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ।

(২) যে উপজেলায় একাধিক সংগ্রহকেন্দ্র রয়েছে সেই উপজেলার বরাদ্দকৃত ধান, চাল ও গম কেন্দ্রভিত্তিক বিভাজন; এবং

(৩) কোন উপজেলায় ক্রয়কেন্দ্র না থাকলে সে উপজেলার লক্ষ্যমাত্রা পার্শ্ববর্তী উপজেলার/উপজেলাসমূহের ক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়।

(ঘ) **উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি :**

১।	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
৩।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৪-৫।	উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ২ (দুই) জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬।	উপজেলা চালকল মালিক সমিতি/গ্রুপ এর সভাপতি	সদস্য
৭।	কৃষক প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৮।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য-সচিব

উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা মনোনয়নের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) উপজেলার ধান ও গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদন অনুযায়ী ইউনিয়নওয়ারী বিভাজন;

(২) স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার প্রদত্ত তালিকা হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক নির্বাচন ও সংগ্রহ পরিমাণ নির্ধারণ;

(৩) পরিমাণসহ নির্বাচিত কৃষকদের তালিকা সংশ্লিষ্ট ক্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ এবং তালিকা অনুযায়ী কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম ক্রয় নিশ্চিত করা; এবং

(৪) নীতিমালা অনুযায়ী ধান, চাল ও গম সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ নিশ্চিত করা এবং সংগ্রহ সংক্রান্ত কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা সমাধান করা।

২৯। **নিয়ন্ত্রণ কক্ষ :**

মৌসুমের সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও খাদ্য অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দিনের সংগ্রহ প্রতিবেদন প্রেরণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু থাকবে। অনুরূপ একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খাদ্য অধিদপ্তরে চালু থাকবে।

৩০। **নীতিমালা সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন :**

এ নীতিমালার যে কোন অনুচ্ছেদ যে কোন সময় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের এখতিয়ার সরকার সংরক্ষণ করে। যে কোন অনুচ্ছেদ কিংবা অংশবিশেষ সংশোধন/সংযোজন কিংবা বিয়োজন করা হলে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

মো: কায়কোবাদ হোসেন
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং (১) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং খাদুব্যম/অভ্যঃসং/গম-১/২০০৬/৮৬, তাং ২০-০৪-০৬

(২) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৪.০০২.২০০৯.৩৬, তাং ২৪-০৬-১০

(৩) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৪.০০২.২০০৯.৪৮ তাং ২০-০৫-১৩

(৪) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৪.০০২.২০০৯.২৫, তাং ০৭-০৫-১৫

ক. খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ :

ধান

বিনির্দেশ	সর্বোচ্চ
১। আর্দ্রতা	১৪%
২। বিজাতীয় পদার্থ	০.৫%
৩। ভিন্নজাতের ধানের মিশ্রণ	৮%
৪। অপুষ্ট ও বিনষ্ট দানা	২%
৫। চিটা	০.৫%

গম

বিনির্দেশ	সর্বোচ্চ
১। আর্দ্রতা	১৪%
২। বিজাতীয় পদার্থ	২%
৩। কুঁচকানো ও অপুষ্ট দানা	১০%
৪। বিনষ্ট দানা	৩%

চাল

বিনির্দেশ	সিদ্ধ চাল (সর্বোচ্চ)	আতপ চাল (সর্বোচ্চ)
১। আর্দ্রতা	১৪%	১৪%
২। বড় ভাঙ্গা দানা	৬%	৮%
৩। ছোট ভাঙ্গা দানা	২%	৫%
৪। ভিন্ন জাতের মিশ্রণ	৮%	৮%
৫। বিনষ্ট দানা	০.৫%	১% (৩টি একত্রে)
৬। মরা দানা	০.৫%	
৭। বিবর্ণ দানা	০.৫%	
৮। ধান প্রতি কেজিতে	১টি	২টি
৯। বিজাতীয় পদার্থ	০.৩%	০.৩%
১০। খড়িময় দানা	-	১%
১১। অর্ধসিদ্ধ দানা	১%	-
১২। ছাঁটাই	উত্তম	উত্তম

- পণ্যের গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ স্বাভাবিক হতে হবে।
- নির্ধারিত সংগ্রহ মৌসুমে কেবলমাত্র স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ধান, চাল ও গম সংগ্রহযোগ্য হবে।

খ. সংজ্ঞা :

(১) সিদ্ধ চাল : ছাঁটাইয়ের পূর্বে ধানের স্টার্চকে পূর্ণ বা আংশিক আঁঠালো করার উদ্দেশ্যে ধান পানিতে ভিজিয়ে ও গরম বাষ্পে সিদ্ধ করে শুকানোর পর ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(২) আতপ চাল : ধান শুকিয়ে সরাসরি ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(৩) আর্দ্রতা : প্রাকৃতিকভাবে ধারণকৃত শস্যদানার মধ্যস্থিত জলীয় অংশ।

(৪) আস্ত দানা : যে সকল দানার দৈর্ঘ্য চালের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ৩/৪ অংশ বা তদূর্ধ্ব।

(৫) বড় ভাঙ্গা দানা : যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের ১/২ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ৩/৪ অংশের নিম্নে।

(৬) ছোট ভাঙ্গা দানা : যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের ১/৪ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ১/২ অংশের নিম্নে।

(৭) বিনষ্ট দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানা কীটাক্রান্ত অথবা পানি, ছত্রাক বা অন্য কোন উপায়ে দৃশ্যতঃ বিনষ্ট।

(৮) মরা দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানা কালো বর্ণের।

(৯) বিবর্ণ দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে।

(১০) ভিন্ন জাতের মিশ্রণ : যে সকল জাতের আস্ত বা ভাঙ্গা দানা সংগ্রহযোগ্য চাল বা ধানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামকরণকৃত নির্দিষ্ট জাতের চাল বা ধানের আকার ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে দৃশ্যতঃ ভিন্ন।

(১১) বিজাতীয় পদার্থ (চাল) : চাল ও ধান ব্যতিরেকে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

(১২) বিজাতীয় পদার্থ (গম) : গমের দানা ব্যতিরেকে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

(১৩) বিজাতীয় পদার্থ (ধান) : ধানের দানা ব্যতিরেকে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

(১৪) অর্ধসিদ্ধ দানা : কম সিদ্ধ হওয়ার কারণে যে সকল দানার মাঝখানে গোলাকৃতি সাদা রং বিদ্যমান।

(১৫) খড়িময় দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার অর্ধেক বা ততোধিক অংশের বহিরাবরণ খড়িমাটির ন্যায় সাদা বর্ণের।

(১৬) উত্তম ছাঁটাই : ধান হতে তুষ, কুঁড়ার বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরীণ আবরণ দূরীভূত করে বিনির্দেশ মানের চাল তৈরীর প্রক্রিয়া; ঐ চালে অনধিক ৫% দানার দৈর্ঘ্য বরাবর কুঁড়ার অভ্যন্তরীণ আবরণের অংশবিশেষ থাকতে পারে।

(১৭) চিটা : যে ধানের অভ্যন্তরে চাল নেই।

(১৮) অপুষ্ট দানা : যে দানা স্বাভাবিকের চেয়ে কম পুষ্ট।

(১৯) কুঁচকানো দানা : যে সকল গমের দানা বিভিন্ন কারণে কুঁচকিয়ে গেছে।

(২০) মিলার : যিনি ধান ছাঁটাই অর্থাৎ ধান হতে খোসা অপসারণ ও খোসা অপসারিত চাল মসৃণকরণের যে কোন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন; ধান ও চাল ক্রয়-বিক্রয় এবং চালজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয় সংক্রান্ত কাজ করেন।

পরিশিষ্ট 'খ'

চুক্তি নং- তারিখ:

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের আওতায়.....চাল ক্রয়ের চুক্তিপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,.....প্রথমপক্ষ

এবং

মেসার্স....., গ্রামঃ....., পোঃ.....,উপজেলাঃ.....,

জেলাঃ.....,ফুড গ্রেইন লাইসেন্স নং.....,

মিলিং লাইসেন্স নং....., প্রোপ্রাইটরঃ.....

দ্বিতীয় পক্ষ

এর মধ্যে ১৪২৩ সনের ২২ চৈত্র/২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের মিলের অনুকূলে.....মেঃ টন চাল বিভাজন করেছেন; এবং

যেহেতু, দ্বিতীয়পক্ষ বিভাজিত চাল সরকারি গুদামে সরবরাহের আবেদন করেছেন এবং বরাদ্দ চালের সংগ্রহ মূল্যের ২% হিসেবে.....টাকা এবং চাল বস্তাবন্দীর জন্য প্রতি পিস.....টাকা হিসেবে.....টি খালি বস্তার ১০০% সরকারি মূল্য..... (.....) টাকার নিম্নবর্ণিত দু'টি পৃথক পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট আকারে জামানত দাখিল করেছেন:

ক। চালের জামানত : পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং:....., তারিখ: ....., টাকা: .....
(.....) ইস্যুকারী ব্যাংক:..... , ... শাখা,.....;

খ। বস্তার জামানত : পে-অর্ডার নং....., তারিখ: ....., টাকা: .....
(.....) ইস্যুকারী ব্যাংক:..... , ... শাখা,.....।

সেহেতু, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে উভয়পক্ষের পূর্ণ সম্মতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো :

শর্তাবলী :

১। **প্রযোজ্যতা :** অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এবং খাদ্য অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ সংক্রান্ত জারীকৃত অন্যান্য আদেশগুলো চুক্তির শর্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং চুক্তির শর্তাবলি দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধি/উত্তরাধিকারী/ উত্তরসুরীগণের উপর প্রযোজ্য হবে।

২। **চালের পরিমাণ :** প্রথমপক্ষ চলতি.....মৌসুমে দ্বিতীয়পক্ষকে প্রতি মেঃ টন.....টাকা (.....) দরে .....মেঃ টন চাল.....এলএসডি/সিএসডিতে সরবরাহের জন্য বরাদ্দ করলেন। দ্বিতীয়পক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তির চাল পরিশোধ করলে এবং পুনঃবরাদ্দ প্রদান করা হলে একই চুক্তির আওতায় অতিরিক্ত চাল সরবরাহ করতে পারবেন। পুনঃবরাদ্দের চালের জন্য পূর্বের জামানত পর্যাপ্ত না হলে অতিরিক্ত জামানত প্রদান/গ্রহণ করতে হবে।

৩। **বস্তা সরবরাহ :** .....এলএসডি/সিএসডি হতে খালি বস্তার একপিঠে এলএসডি/সিএসডি ও জেলার নাম এবং বছরসহ সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন) স্পষ্টভাবে লেখা স্টেনসিল দিয়ে দ্বিতীয়পক্ষকে সরবরাহ করা হবে। দ্বিতীয়পক্ষ বস্তার অপরপিঠে মিলের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে দুই ইঞ্চি) প্রদান করবে।

৪। **চাল প্রক্রিয়াকরণ :** দ্বিতীয়পক্ষ বাজার থেকে এ মৌসুমে উৎপাদিত ধান ক্রয় করে তার মিলে সিদ্ধ চালের ক্ষেত্রে পারবয়েলিং, সোকিং ও চাতাল/ড্রায়ারে শুকিয়ে ছাঁটাই করে এবং আতপ চালের ক্ষেত্রে ধান শুকিয়ে ও ছাঁটাই করে বিনির্দেশসম্মত চাল প্রস্তুত করবেন এবং প্রতি বস্তায়..... কেজি নীট হিসেবে চাল বস্তাবন্দী করবেন। চাল ভর্তি বস্তার মুখ মেশিন সেলাই হতে হবে।

৫। **মিল পরিদর্শন :** খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদশকসহ যে কোন কর্মকর্তা চুক্তিবদ্ধ মিল প্রাঙ্গণে ধান থেকে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করতে পারবেন।

৬। **চালের বিনির্দেশ :** চালের বিনির্দেশ পরিশিষ্টে সংযুক্ত।

৭। **চাল সরবরাহ ও গ্রহণ :** দ্বিতীয়পক্ষ আগামী.....তারিখের মধ্যে নিজ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত চাল সংযুক্ত ক্রয়কেন্দ্রে সরবরাহ করবেন। কিস্তিতেও চাল সরবরাহ করা যাবে। তবে শেষ কিস্তি ব্যতীত কোন কিস্তি ৫ (পাঁচ) মেঃ টনের কম হবে না। চালের গুণগতমান যাচাইয়ে বিনির্দেশসম্মত হলে প্রথমপক্ষের গুদামে গৃহীত হবে। আনীত চাল বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে দ্বিতীয়পক্ষ ফেরৎ নিতে বাধ্য থাকবেন। মেশিন সেলাই ব্যতীত ও মিলের স্টেনসিলের ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি কোন বস্তা গ্রহণ করা যাবে না।

৮। **মূল্য পরিশোধ :** একাউন্ট পেয়ি ডব্লিউকিউএসসি'র মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হবে। ক্রয়কারী ও গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনীত চাল বিনির্দেশ মানের আছে নিশ্চিত হয়ে গুদামজাত ও হিসাবভুক্ত করবেন এবং ডব্লিউকিউএসসি ইস্যু করবেন। ক্রয়কেন্দ্রের সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বাস্তব মজুদ যাচাই ও মান পরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র দেখে পেয়িং অফিসার কেবল ১ম কপি ডব্লিউকিউএসসিতে লাল কালি দিয়ে মূল্য পরিশোধের আদেশ দিবেন। ডব্লিউকিউএসসি একাউন্ট পেয়ি হবে এবং নগদায়নের জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ কর্মদিবস উল্লেখ করতে হবে। দ্বিতীয়পক্ষ পেয়িং ব্যাংক থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নগদায়ন করতে পারবেন।

৯। **চুক্তি বাতিল :** যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে এবং সংগ্রহ কেন্দ্রে আনীত চাল একাধিকবার বিনির্দেশ বহির্ভূত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হলে চুক্তি ও বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০। **সময়সীমা বর্ধিতকরণ :** বিদ্যুৎ বিভ্রাট, দুর্যোগপুর্ণ আবহাওয়া, যান্ত্রিক গোলযোগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যৌক্তিক কারণে দ্বিতীয় পক্ষের আবেদেনের প্রেক্ষিতে এবং সংগ্রহকেন্দ্রে খালি জায়গার অভাবে চাল গ্রহণ করতে না পারলে প্রথমপক্ষ যে কয়দিন উপযুক্ত মনে করবেন সে কয়দিন সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবেন। তবে, বর্ধিত সময়সীমা সংগ্রহ মেয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

১১। **জামানত অবমুক্তি :** চুক্তিকৃত চাল সরবরাহ সম্পন্ন হলে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ মিলের হিসাব চূড়ান্ত করে এবং কোন অর্থ পাওনা থাকলে কর্তন করে প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের জামানত/অবশিষ্ট জামানত ফেরৎ দিবেন।

১২। **জামানত বাজেয়াপ্ত :** বাজারে চালের দাম যাই থাকুক না কেন দ্বিতীয়পক্ষ প্রথমপক্ষকে চুক্তিকৃত চাল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকবেন। ব্যর্থতায়, জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত কোন মিলার চুক্তি করে চাল দিতে ব্যর্থ হলে জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত মিলকে পরবর্তী সর্বোচ্চ ২ সংগ্রহ মৌসুমের জন্য চাল সংগ্রহের চুক্তি থেকে বারিত করা যাবে। প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৩। **মতানৈক্য নিরসন :** সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী প্রয়োগে বা ব্যাখ্যায় মতানৈক্য দেখা দিলে উভয়পক্ষ বিষয়টি মিমাংসার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর নিকট উপস্থাপন করতে পারবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ দিবেন, যা উভয়পক্ষ মানতে বাধ্য থাকবেন।

১৪। **সালিশী ব্যবস্থাপনা :** আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মতানৈক্য নিরসন সম্ভব না হলে দু'পক্ষ ২০০১ সনের আরবিট্রেশন আইন অনুযায়ী প্রতিকার লাভের সুযোগ পাবেন।

১৫। **চুক্তির মেয়াদকাল :** এ চুক্তির মেয়াদ.....তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এ সময়কালের মধ্যে দ্বিতীয়পক্ষ নির্ধারিত চাল সরবরাহ ও হিসাব চূড়ান্ত করবেন।

এ চুক্তির সকল বিষয় সম্পূর্ণভাবে বুঝে এবং স্বজ্ঞানে প্রথমপক্ষ এবং দ্বিতীয়পক্ষ এ চুক্তি স্বাক্ষর করলেন।

মিলের নাম: মেসার্স.....

স্বাক্ষরকারীর নাম:.....

স্বাক্ষর:

(দ্বিতীয়পক্ষ)

সাক্ষী: ১। নাম:.....

স্বাক্ষর:

সাক্ষী: ২। নাম:.....

স্বাক্ষর:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

স্বাক্ষরকারীর নাম:

স্বাক্ষর

(প্রথমপক্ষ)

সাক্ষী: ১। নাম:.....

স্বাক্ষর:

সাক্ষী: ২। নাম:.....

স্বাক্ষর:

বিনির্দেশ :

পরিশিষ্ট

পণ্য / প্যারামিটার	সিদ্ধ চাল (সর্বোচ্চ)	আতপ চাল (সর্বোচ্চ)
১। আর্দ্রতা	১৪%	১৪%
২। বড় ভাঙ্গা দানা	৬%	৮%
৩। ছোট ভাঙ্গা দানা	২%	৫%
৪। বিনষ্ট দানা	০.৫%	১% (৩টি একত্রে)
৫। মরা দানা	০.৫%	
৬। বিবর্ণ দানা	০.৫%	
৭। ভিন্ন জাতের মিশ্রণ	৮%	৮%
৮। বিজাতীয় পদার্থ	০.৩%	০.৩%
৯। ধান প্রতি কেজিতে	১টি	২টি
১০। অর্ধসিদ্ধ দানা	১%	-
১১। খড়িময় দানা	-	১%
১২। ছাঁটাই	উত্তম	উত্তম

- চালের গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ স্বাভাবিক হতে হবে।
- কেবলমাত্র স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ মৌসুমের ধান থেকে উৎপাদিত চাল সংগ্রহযোগ্য হবে।

সংজ্ঞা :

(১) সিদ্ধ চাল : ছাঁটাইয়ের পূর্বে ধানের স্টার্চকে পূর্ণ বা আংশিক আঁঠালো করার উদ্দেশ্যে ধান পানিতে ভিজিয়ে ও গরম বাষ্পে সিদ্ধ করে শুকানোর পর ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(২) আতপ চাল : ধান শুকিয়ে সরাসরি ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(৩) আর্দ্রতা : প্রাকৃতিকভাবে ধারণকৃত শস্যদানার মধ্যস্থিত জলীয় অংশ।

(৪) আস্ত দানা : যে সকল দানার দৈর্ঘ্য চালের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ৩/৪ অংশ বা তদূর্ধ্ব।

(৫) বড় ভাঙ্গা দানা : যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের ১/২ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ৩/৪ অংশের নিম্নে।

(৬) ছোট ভাঙ্গা দানা : যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের ১/৪ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ১/২ অংশের নিম্নে।

(৭) বিনষ্ট দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার কীটাক্রান্ত অথবা পানি, ছত্রাক বা অন্য কোন উপায়ে দৃশ্যতঃ বিনষ্ট।

(৮) মরা দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানা কালো বর্ণের।

(৯) বিবর্ণ দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে।

(১০) ভিন্ন জাতের মিশ্রণ : যে সকল জাতের আস্ত বা ভাঙ্গা দানা সংগ্রহযোগ্য চাল বা ধানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামকরণকৃত নির্দিষ্ট জাতের চাল বা ধানের আকার ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট থেকে দৃশ্যতঃ ভিন্ন।

(১১) বিজাতীয় পদার্থ : চাল ও ধান ব্যতিরেকে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

(১২) অর্ধসিদ্ধ দানা : কম সিদ্ধ হওয়ার কারণে যে সকল দানার মাঝখানে গোলাকৃতি সাদা রং বিদ্যমান।

(১৩) খড়িময় দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার অর্ধেক বা ততোধিক অংশের বহিরাবরণ খড়িমাটির ন্যায় সাদা বর্ণের।

(১৪) উত্তম ছাঁটাই : ধান হতে তুষ, কুঁড়ার বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরীণ আবরণ দূরীভূত করে বিনির্দেশ মানের চাল তৈরীর প্রক্রিয়া; ঐ চালে অনধিক ৫% দানার দৈর্ঘ্য বরাবর কুঁড়ার অভ্যন্তরীণ আবরণের অংশবিশেষ থাকতে পারে।

পরিশিষ্ট-'গ'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সংগ্রহ বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

স্মারক নং- সপ/সংগ্রহ-আমন-১/২০০২-২০০৩/০২(৫৭৫) তারিখ : ০১-০১-২০০৩

পরিপত্র

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মাঠ পর্যায়ের একেক জেলায় একেক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দীর্ঘদিন হতে চাউলকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণীত হয়ে আসছে। জেলাসমূহের মধ্যে ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের পদ্ধতিগত মিল না থাকার কারণে একই ক্ষমতাসম্পন্ন চাউলকলের কোন জেলায় যে ছাঁটাই ক্ষমতা দেখানো হচ্ছে পার্শ্ববর্তী জেলায় তার চেয়ে অনেক কম বা বেশী ছাঁটাই ক্ষমতা দেখানো হচ্ছে। ফলে জেলাসমূহ হতে প্রাপ্ত চাউল কলসমূহের মিলিং ক্ষমতার সঠিকতার বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

উল্লিখিত সমস্যার নিরসনকল্পে সারা দেশে চাউল কলসমূহের একই পদ্ধতিতে ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের একটি সর্বজনীন পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২৩-১২-২০০২ খ্রিঃ তারিখের খাম/(সে-৭) নিষ্পত্তি-৩/৯৪/৫০৩ নং স্মারক মোতাবেক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো :

(১) চাউল কলসমূহের পনের দিনের (পাক্ষিক) ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে।

(২) চাতালে ধান শুকানোর একত্রে ২ (দুই) দিনে এক চাতাল হিসাব করতে হবে এবং সে অনুযায়ী এক পক্ষ তথা ১৫ (পনের) দিনে ৭ (সাত) চাতাল হিসাব করতে হবে।

(৩) এক চাতাল ধান ভেজানো হতে ছাঁটাই পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়ায় সর্বমোট ৪ (চার) দিন সময় ধরতে হবে এবং এক পক্ষ বা ১৫ (পনের) দিনে দৈনিক ৮ (আট) ঘন্টা হিসাবে সর্বমোট ১১ (এগার) টি ছাঁটাই দিবস বিবেচনা করতে হবে।

(৪) স্টীপিং হাউজে ধান ভেজানোর একত্রে প্রতি দুই দিনে এক হাউস ধরে এক পক্ষ বা ১৫ (পনের) দিনে ৭ (সাত)টি হাউজ হিসাব করতে হবে।

(৫) পাক্ষিক চাতালে ধান শুকানোর ক্ষমতা, স্টীপিং হাউজে ধান ভেজানোর ক্ষমতা, গুদামের ধারণ ক্ষমতা ও অশ্বশক্তিসম্পন্ন মটরের ছাঁটাই ক্ষমতার মধ্যে যা সর্বনিম্ন হবে তা-ই চাউল কলসমূহের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে।

(৬) প্রতিটি চাউলকলে ছাঁটাই ক্ষমতা "চাউলকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় ফরম (সংযুক্ত)" পূরণ করে নির্ধারণ করতে হবে। সংগ্রহ মৌসুমের পূর্বে প্রতিটি উপজেলার চাউল কলসমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে আহবায়ক এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সদস্য করে "ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় কমিটি" গঠন করা হলো। কমিটি সরেজমিনে প্রতিটি মিল সার্ভে সম্পন্ন করে স্ব-স্ব উপজেলার চাউল কলসমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণ করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নির্ধারণ করবেন।

(৭) নিম্ন উল্লিখিত সূত্রসমূহ মোতাবেক চাতাল, হাউজ, মটর এবং গুদামের ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে :—

(ক) চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা :—সূত্র : ধান শুকানোর ক্ষমতা=(চাতালের দৈর্ঘ্য × বর্গমিটার ÷ ১২৫ =মেঃ টন বা কেজি (ধান)। [১২৫ বর্গমিটার = ১ (এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসা

বিঃ দ্রঃ প্রাপ্ত ফলাফলকে ৭ (সাত) দিয়ে গুণ করলে পাক্ষিক চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা (ধানের আকা পাওয়া যাবে।

(খ) স্টীপিং হাউজের ধারণ ক্ষমতা :—সূত্র : ধারণ ক্ষমতা=(দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) ঘন মিটার ÷৩.০৩ মেঃটন বা কেজি (ধান)। [৩.০৩৪ ঘনমিটার = ১ (এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে।]

বিঃদ্রঃ-প্রাপ্ত ফলাফলকে ৭ (সাত) দিয়ে গুণ করলে ধান ভেজানোর ক্ষমতা (ধানের আকারে) পাওয়া যাবে।

(গ) গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা :—সূত্র : সংরক্ষণ ক্ষমতা = (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) ঘন মিটার ÷৪.০৭৭ মেঃ টন বা কেজি (ধান)। [৪.০৭৭ ঘনমিটার = ১ (এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে।]

(ঘ) মটরের ছাঁটাই ক্ষমতা :

১। হাস্কিং এবং মেজর মিলগুলোতে অশ্বশক্তিসম্পন্ন মটর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছাঁটাই ক্ষমতা কিরূপ হবে নিম্নের 'ছকে' দেখানো হলো :—

'ছক'

মটরের ক্ষমতা	হলারের (২নং) সংখ্যা	প্রতিঘন্টায় ছাঁটাই ক্ষমতা
২০ অশ্বশক্তি	১	০.৬৫০ মেঃ টন বা ৬৫০ কেজি
২৫ ,,	১	০.৭০০ মেঃ টন বা ৭০০ কেজি
৩০ ,,	১	০.৭৫০ মেঃ টন বা ৭৫০ কেজি
৪০ ,,	১	০.৮৫০ মেঃ টন বা ৮৫০ কেজি
৫০ ,,	২	১.৪০০ মেঃ টন বা ১,৪০০ কেজি
৬০ ,,	২	১.৬০০ মেঃ টন বা ১,৬০০ কেজি

বিঃদ্রঃ- মটরের প্রতি ৫ (পাঁচ) অশ্বশক্তি ক্ষমতা হ্রাস/বৃদ্ধির জন্য প্রতি ঘন্টায় ০.০৫০ মেঃ টন বা ৫০ কেজি ছাঁটাই ক্ষম হ্রাস/বৃদ্ধি হিসাব করতে হবে।

মটরের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় :—সূত্র : পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা=প্রতি ঘন্টার ছাঁটাই ক্ষমতা×৮× ১১ মেঃ টন বা কেজি (ধান)।

২। অটোমেটিক চাউল কলের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টায় ২ (দুই) মেঃ টন ধরে দৈনিক ৮ ঘন্টা হিসাবে ছাঁটাই ক্ষম নির্ধারণ করতে হবে।

সংযুক্তি : ফরম।

স্বাক্ষর/-
তারিখ-০১-০১-২০০৩

(মুহাম্মদ ফজলুর রহমান)
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিঃদ্রঃ-অটোমেটিক চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা পরিশিষ্ট 'ঙ' অনুসরণ করে নির্ধারণ করতে হবে।

স্মারক নং-সপ/সংগ্রহ-আমন-১/২০০২-০৩/০২ তারিখ: ০১-০১-২০০৩ এর সহিত সংযুক্ত

চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় ফরম

১। চালকলের নাম ও ঠিকানা :

২। মালিকের নাম ও ঠিকানা :

৩। মিলের ধরন : হাস্কিং/মেজর/অটোমেটিক।

৪। লাইসেন্স নং :

৫। লাইসেন্স যে তারিখ পর্যন্ত বৈধ/নবায়িত :

৬। বিদ্যুৎ সংযোগ (সার্ভেকালে) আছে কিনা : হাঁ/না

(ক) বিদ্যুৎ সংযোগ (সার্ভেকালে) আছে কিনা : হাঁ/না

(খ) সর্বশেষ যে মাস পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হয়েছে :

(গ) বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমতিপত্র অনুযায়ী বৈদ্যুতিক লোডিং ক্ষমতা সর্বোচ্চ.....সর্ব নিম্ন.....।

(ঘ) পরিশোধিত মাসিক গড় বিলের পরিমাণ.....টাকা।
(বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমতিপত্র এবং সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপি সংযুক্ত করতে হবে)।
বিঃ দ্রঃ-বিদ্যুৎ বিল ৩ মাসের অধিক বকেয়া থাকলে সংশ্লিষ্ট মিল চুক্তির অযোগ্য বিবেচিত হবে।

৭। বয়লার : আছে/নাই।

৮। **চাতালের বিবরণ :—**

(ক) দৈর্ঘ্য =.....মিটার, প্রস্থ =.....মিটার

(খ) চাতালের ধারণ ক্ষমতা .....মেঃ টন/কেজি ধান।

{নির্ণয় সূত্র : (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) বর্গমিটার ÷১২৫=মেঃ টন/কেজি ধান}

(১২৫ বর্গমিটার = ১ মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে)।

(গ) পাক্ষিক চাতালের ধারণ ক্ষমতা = খ × ৭=.....মেঃ টন/কেজি (ধান), চালের আকারে.....মেঃ টন/কেজি।

(ঘ) চাতাল : কাঁচা/পাকা।

৯। **স্টীপিং হাউজের বিবরণ :—**

(ক) দৈর্ঘ্য=.....মিটার, প্রস্থ= .....মিটার, উচ্চতা=.....মিটার।

(খ) ধান ভেজানোর ক্ষমতা.....মেঃ টন/কেজি।

{নির্ণয় সূত্র : (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) ঘন মিটার ÷৩.০৩৪=মেঃ টন/কেজি (ধান)।}

(৩.০৩৪ ঘন মিটার = ১ (এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে ।)

(গ) পাক্ষিক চাতালের ধারণ ক্ষমতা = খ × ৭=.....মেঃ টন/কেজি (ধান), চালের আকারে..... মেঃ টন/কেজি।

১০। **মিলের গুদামের বিবরণ :—**

(ক) দৈর্ঘ্য=.....মিটার, প্রস্থ= .....মিটার, উচ্চতা=.....মিটার।

(খ) গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা :.....মেঃ টন/কেজি (ধান), চালের আকারে .....মেঃ টন/কেজি।
{নির্ণয়ের সূত্র : (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) ঘন মিটার ÷৪.০৭৭=মেঃ টন/কেজি।}
(প্রতি ৪.০৭৭ ঘন মিটার = ১ (এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে ।)
বিঃ দ্রঃ- গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা পাক্ষিক হিসাবে বিবেচিত হবে।

(গ) গুদামের মেঝে – পাকা/কাঁচা।

(ঘ) গুদামের ডানেজ আছে কি–আছে/নাই।

১১। **মটরের বিবরণ :—**

(ক) মটরের ক্ষমতা.....অশ্বশক্তি।

(খ) অশ্বশক্তি অনুযায়ী প্রতি ঘন্টায় ছাঁটাই ক্ষমতা.....মেঃ টন/কেজি (ধানের আকারে)।

(গ) পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা = খ × ৮ × ১১ =.....মেঃ টন বা কেজি (ধান), চালের আকারে.....
মেঃ টন বা কেজি।

১২। পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা (চালের আকারে)=.....মেঃ টন/ কেজি।
(চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা, হাউজের ধান ভেজানোর ক্ষমতা, মিলের গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং মটরের ছাঁটাই ক্ষমতার মধ্যে যে'টি সর্বনিম্ন)।

১৩। ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় কমিটির সদস্যগণের নাম, স্বাক্ষর ও পদবি :–

পরিশিষ্ট-'ঘ'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
শাখা-৭

নং- খাম/(স-৭)/নিষ্পত্তি-৩/৯৪-৩৪৪ তারিখ : ৩০-১০-২০০৩

পরিপত্র

বিষয় : চাল কলে আতপ চালের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণ।

সংগ্রহ মৌসুমে সিদ্ধ চাল সংগ্রহের পাশাপাশি কিছু কিছু আতপ চালও সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সিদ্ধ চাল প্রস্তুতকারী চাল কলের জন্য সুষম ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলেও আতপ চালের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি বা নীতিমালা নেই। ফলে বিভিন্ন চাল কলে আতপ চাল বরাদ্দ ও বন্টনে নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এ জটিলতা নিরসনকল্পে আতপ চাল সংগ্রহের জন্য চাল কলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের নিমিত্তে সরকার নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে :—

১। **স্বয়ংক্রিয় চাল কলের আতপ চাল ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় পদ্ধতি :**

এ ধরনের চাল কলে ধান শুকানো হতে শুরু করে চাল প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। স্বয়ংক্রিয় চাল কলে আতপ চাল মিলিং-এর জন্য যে কার্যক্রমগুলো অনুসৃত হয় সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ধান শুকানো, ধান পরিষ্কারকরণ, ধানের খোসা ছাড়ানো, ধান ও চাল পৃথকীকরণ, চাল ও ভাঙ্গাদানা পৃথকীকরণ এবং চাল উজ্জ্বল ও মসৃণকরণ। উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একটি স্বয়ংকৃত প্লান্টে যে মেশিনগুলো সন্নিবিষ্ট থাকে সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে DRYER, PADDY CLEANER, RUBBER SHELLER (PADDY HUSKER), PADDY SEPARATOR, RICE ASPIRATOR (SIEVE) & POLISHER ইত্যাদি। বাংলাদেশে যে সকল স্বয়ংক্রিয় চাল কল রয়েছে সেগুলোর আতপ ছাঁটাই ক্ষমতা গড়ে ধানের আকারে ঘন্টায় দুই মেঃ টনের মতো। কাজেই স্বয়ংক্রিয় চালকল সমূহের পাক্ষিক আতপ ছাঁটাই ক্ষমতা সাধারণভাবে সাধারণত দৈনিক আট ঘন্টা হিসেবে ধানের আকারে ২৪০ মেঃ টন এবং চালের আকারে ১৬৪ মেঃ টন নির্ধারণ করতে হবে।

২। **আংশিক স্বয়ংক্রিয় চাল কলের আতপ চাল ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় পদ্ধতি :**

আংশিক স্বয়ংক্রিয় আতপ চাল কলে ধান শুকানো কার্যক্রম ব্যতীত অবশিষ্ট কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ সকল চাল কলে DRYER থাকে না। ফলে চাতালে ধান শুকানোর পর শুকানো ধান ম্যানুয়েলি PADDY CLEANER এ বা সরাসরি RUBBER SHELLER এ ফেলতে হয়। এ সকল চাল কলে কোন কোনটিতে PADDY CLEANER এবং ASPIRATOR বা SIEVE নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ধান পরিষ্কারকরণ ও ভাঙ্গা দানা পৃথকীকরণ কাজ ম্যানুয়েলি করতে হয়। এখানে ধর্তব্য যে, সকল প্রকার চাল কলেই আতপ চাল মিলিং এর জন্য RUBBER SHELLER, PADDY SEPARATOR & POLISHER থাকা অপরিহার্য। আংশিক স্বয়ংক্রিয় চাল কলের ক্ষেত্রে মিলের গুদামের ধান সংরক্ষণ, চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা এবং RUBBER SHELLER বা PADDY HUSKER এর মটরের ছাঁটাই ক্ষমতা নিম্নে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাধ্যমে নির্ণয়পূর্বক যেটি সর্বনিম্ন হবে সেটিকেই সংশ্লিষ্ট মিলের আতপ ছাঁটাই ক্ষমতা হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে।